

বরাবর,
জেলা প্রশাসক,
মানিকগঞ্জ।

বিষয়: আমার ছেলেকে অন্যায়ভাবে মারধর ও মানসিক নির্যাতন এবং আমাকে অপমান-অপদহু ও মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার করে মানহানি করার বিষয়ে অভিযোগ।

মহোদয়,

সবিনয় বিনীত নিবেদন এই যে, আমি মোসা: রিনা আক্তার, স্বামী: মো: মিজানুর রহমান, সাং- দক্ষিণ সেওতা, থানা ও জেলা- মানিকগঞ্জ। আমার ছেলে তাহির মাহমুদ (৭), তাহফিজুল কুরআনিল কারীম মাদ্রাসা, গঙ্গাধরপাট (থানা রোড), মানিকগঞ্জ সদরে প্রথম শ্রেণীর একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী। আমি আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, গত ২০ আগস্ট আমার ছেলে অসুস্থ হলে আমি মাদ্রাসার পরিচালক ক্বারী মুরাদ সাহেবকে ফোনে জানাই এবং তিনি সুস্থ হলে ছেলেকে মাদ্রাসায় নিয়ে যেতে বলেন। পরবর্তীতে, গত ২৪ আগস্ট আমার ছেলে কিছুটা সুস্থ হলে তাকে নিয়ে মাদ্রাসায় যাই। সেখানে আমি অন্যান্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছ থেকে জানতে পারি যে, মাদ্রাসার কিছু শিক্ষার্থী জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত নৌকাবাইচ দেখতে যাওয়ায় তাদের মারধর করা হয়েছে। এমনকি যারা অসুস্থ ছিল এবং নৌকাবাইচে যায়নি, তাদেরকেও মারধর করা হয়েছে। পরের দিন, ২৫ আগস্ট আমার ছেলে তাহির মাহমুদকে একা অফিস রুমে ডেকে নিয়ে গিয়ে মাদ্রাসার পরিচালক ক্বারী মুরাদ সাহেব তাকে নৌকাবাইচে গিয়েছিল বলে মারধর করেন। অথচ আমার ছেলে অসুস্থ থাকায় নৌকাবাইচে যায়নি, যা আমি আগেই পরিচালককে জানিয়েছিলাম। আমি বিষয়টি জানার জন্য আমার ছেলের ক্রাসের শিক্ষক সাকিব সাহেবকে ফোন করি। এতে মাদ্রাসার পরিচালক মুরাদ সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে মাদ্রাসার অফিসে ডেকে পাঠান। আমি সেখানে গেলে তিনি সবার সামনে আমাকে অপমান ও অপদহু করেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কেন আমি ক্রাসের শিক্ষককে ফোন দিয়েছি। আমার ছেলের সম্পর্কে বলেন, তাকে নাকি মারধর করা হয়নি এবং সে মিথ্যা কথা বলছে। তিনি আমার মাতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, “মিথ্যা কথা বলে এমন সন্তান জন্ম দিয়েছেন কেন?” এরপর আমি অফিস থেকে চলে আসি। পরের দিন, মাদ্রাসার নোটিশ বোর্ডে আমার ছেলে ও আমার নাম উল্লেখ করে বহিষ্কারের নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত মানহানিকর। এই মাদ্রাসায় ভর্তির সময় থেকে এ পর্যন্ত আমি ভর্তি, পোশাক, জেনারেটর ফিসহ বিভিন্ন খাতে প্রায় ১২,৩০০ টাকা এবং প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা করে পরিশোধ করে আসছিলাম। বর্তমানে বছরের মাঝামাঝি সময়ে আমার ছেলেকে এভাবে বহিষ্কার করায় সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে এবং পড়াশোনা থেকে পিছিয়ে পড়ছে। প্রতিদিন সকালে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, “মা, আমি কি মাদ্রাসায় যাব না?” কিন্তু আমি তাকে কোনো জবাব দিতে পারি না। এ ঘটনার আগেও আমার ছেলেকে একবার মারধর করা হয়েছিল এবং তখন আমার স্বামী বিষয়টি জানতে চাইলে পরিচালক আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

এমতাবস্থায়, আমার ছেলের ওপর চালানো এই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং আমাদের পরিবারের মানহানি করার জন্য অভিযুক্ত মাদ্রাসার পরিচালক ক্বারী মুরাদ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।



বিনীত নিবেদক

রিনা আক্তার

(মোসা: রিনা আক্তার)

মোবাইল: ০১৭৪৩২৪৬৫৫৩

বরাবর,
অফিসার ইনচার্জ,
মানিকগঞ্জ থানা, মানিকগঞ্জ।

বিষয়: আমার ছেলেকে অন্যায়ভাবে মারধর ও মানসিক নির্যাতন এবং আমাকে অপমান-অপদস্থ ও মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার করে মানহানি করার বিষয়ে অভিযোগ।

মহোদয়,

সবিনয় বিনীত নিবেদন এই যে, আমি মোসা: রিনা আক্তার, স্বামী: মো: মিজানুর রহমান, সাং- দক্ষিণ সেগুতা, থানা ও জেলা- মানিকগঞ্জ। আমার ছেলে তাহির মাহমুদ (৭), তাহফিজুল কুরআনিল কারীম মাদ্রাসা, গঙ্গাধরপট্টি (থানা রোড), মানিকগঞ্জ সদরে প্রথম শ্রেণীর একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী। আমি আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, গত ২০ আগস্ট আমার ছেলে অসুস্থ হলে আমি মাদ্রাসার পরিচালক ক্বারী মুরাদ সাহেবকে ফোনে জানাই এবং তিনি সুস্থ হলে ছেলেকে মাদ্রাসায় নিয়ে যেতে বলেন। পরবর্তীতে, গত ২৪ আগস্ট আমার ছেলে কিছুটা সুস্থ হলে তাকে নিয়ে মাদ্রাসায় যাই। সেখানে আমি অন্যান্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছ থেকে জানতে পারি যে, মাদ্রাসার কিছু শিক্ষার্থী জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত নৌকাবাইচ দেখতে যাওয়ায় তাদের মারধর করা হয়েছে। এমনকি যারা অসুস্থ ছিল এবং নৌকাবাইচে যায়নি, তাদেরকেও মারধর করা হয়েছে। পরের দিন, ২৫ আগস্ট আমার ছেলে তাহির মাহমুদকে একা অফিস রুমে ডেকে নিয়ে গিয়ে মাদ্রাসার পরিচালক ক্বারী মুরাদ সাহেব তাকে নৌকাবাইচে গিয়েছিল বলে মারধর করেন। অথচ আমার ছেলে অসুস্থ থাকায় নৌকাবাইচে যায়নি, যা আমি আগেই পরিচালককে জানিয়েছিলাম। আমি বিষয়টি জানার জন্য আমার ছেলের ক্লাসের শিক্ষক সাক্ষির সাহেবকে ফোন করি। এতে মাদ্রাসার পরিচালক মুরাদ সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে মাদ্রাসার অফিসে ডেকে পাঠান। আমি সেখানে গেলে তিনি সবার সামনে আমাকে অপমান ও অপদস্থ করেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কেন আমি ক্লাসের শিক্ষককে ফোন দিয়েছি। আমার ছেলের সম্পর্কে বলেন, তাকে নাকি মারধর করা হয়নি এবং সে মিথ্যা কথা বলছে। তিনি আমার মাতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, “মিথ্যা কথা বলে এমন সন্তান জন্ম দিয়েছেন কেন?” এরপর আমি অফিস থেকে চলে আসি। পরের দিন, মাদ্রাসার নোটিশ বোর্ডে আমার ছেলে ও আমার নাম উল্লেখ করে বহিষ্কারের নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত মানহানিকর। এই মাদ্রাসায় ভর্তির সময় থেকে এ পর্যন্ত আমি ভর্তি, পোশাক, জেনারেটর ফিসহ বিভিন্ন খাতে প্রায় ১২,৩০০ টাকা এবং প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা করে পরিশোধ করে আসছিলাম। বর্তমানে বছরের মাঝামাঝি সময়ে আমার ছেলেকে এভাবে বহিষ্কার করায় সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে এবং পড়াশোনা থেকে পিছিয়ে পড়ছে। প্রতিদিন সকালে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, “মা, আমি কি মাদ্রাসায় যাব না?” কিন্তু আমি তাকে কোনো জবাব দিতে পারি না। এ ঘটনার আগেও আমার ছেলেকে একবার মারধর করা হয়েছিল এবং তখন আমার স্বামী বিষয়টি জানতে চাইলে পরিচালক আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

এমতাবস্থায়, আমার ছেলের ওপর চালানো এই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং আমাদের পরিবারের মানহানি করার জন্য অভিযুক্ত মাদ্রাসার পরিচালক ক্বারী মুরাদ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক

রিনা আক্তার

(মোসা: রিনা আক্তার)

মোবাইল: ০১৭৪৩২৪৬৫৫৩

বরাবর,
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার,
মানিকগঞ্জ।

বিষয়: আমার ছেলেকে অন্যায়ভাবে মারধর ও মানসিক নির্যাতন এবং আমাকে অপমান-অপদস্থ ও মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার করে মানহানি করার বিষয়ে অভিযোগ।

মহোদয়,

সবিনয় বিনীত নিবেদন এই যে, আমি মোসা: রিনা আক্তার, স্বামী: মো: মিজানুর রহমান, সাং- দক্ষিণ সেওতা, থানা ও জেলা- মানিকগঞ্জ। আমার ছেলে তাহির মাহমুদ (৭), তাহফিজুল কুরআনিল কারীম মাদ্রাসা, গঙ্গাধরপাড়া (থানা রোড), মানিকগঞ্জ সদরে প্রথম শ্রেণীর একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী। আমি আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, গত ২০ আগস্ট আমার ছেলে অসুস্থ হলে আমি মাদ্রাসার পরিচালক ক্বারী মুরাদ সাহেবকে ফোনে জানাই এবং তিনি সুস্থ হলে ছেলেকে মাদ্রাসায় নিয়ে যেতে বলেন। পরবর্তীতে, গত ২৪ আগস্ট আমার ছেলে কিছুটা সুস্থ হলে তাকে নিয়ে মাদ্রাসায় যাই। সেখানে আমি অন্যান্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছ থেকে জানতে পারি যে, মাদ্রাসার কিছু শিক্ষার্থী জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত নৌকাবাইচ দেখতে যাওয়ায় তাদের মারধর করা হয়েছে। এমনকি যারা অসুস্থ ছিল এবং নৌকাবাইচে যায়নি, তাদেরকেও মারধর করা হয়েছে। পরের দিন, ২৫ আগস্ট আমার ছেলে তাহির মাহমুদকে একা অফিস রুমে ডেকে নিয়ে গিয়ে মাদ্রাসার পরিচালক ক্বারী মুরাদ সাহেব তাকে নৌকাবাইচে গিয়েছিল বলে মারধর করেন। অথচ আমার ছেলে অসুস্থ থাকায় নৌকাবাইচে যায়নি, যা আমি আগেই পরিচালককে জানিয়েছিলাম। আমি বিষয়টি জানার জন্য আমার ছেলের ক্লাসের শিক্ষক সাক্ষির সাহেবকে ফোন করি। এতে মাদ্রাসার পরিচালক মুরাদ সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে মাদ্রাসার অফিসে ডেকে পাঠান। আমি সেখানে গেলে তিনি সবার সামনে আমাকে অপমান ও অপদস্থ করেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কেন আমি ক্লাসের শিক্ষককে ফোন দিয়েছি। আমার ছেলের সম্পর্কে বলেন, তাকে নাকি মারধর করা হয়নি এবং সে মিথ্যা কথা বলছে। তিনি আমার মাতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, “মিথ্যা কথা বলে এমন সন্তান জন্ম দিয়েছেন কেন?” এরপর আমি অফিস থেকে চলে আসি। পরের দিন, মাদ্রাসার নোটিশ বোর্ডে আমার ছেলে ও আমার নাম উল্লেখ করে বহিষ্কারের নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত মানহানিকর। এই মাদ্রাসায় ভর্তির সময় থেকে এ পর্যন্ত আমি ভর্তি, পোশাক, জেনারেটর ফিসহ বিভিন্ন খাতে প্রায় ১২,৩০০ টাকা এবং প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা করে পরিশোধ করে আসছিলাম। বর্তমানে বছরের মাঝামাঝি সময়ে আমার ছেলেকে এভাবে বহিষ্কার করায় সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে এবং পড়াশোনা থেকে পিছিয়ে পড়ছে। প্রতিদিন সকালে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, “মা, আমি কি মাদ্রাসায় যাব না?” কিন্তু আমি তাকে কোনো জবাব দিতে পারি না। এ ঘটনার আগেও আমার ছেলেকে একবার মারধর করা হয়েছিল এবং তখন আমার স্বামী বিষয়টি জানতে চাইলে পরিচালক আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

এমতাবস্থায়, আমার ছেলের ওপর চালানো এই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং আমাদের পরিবারের মানহানি করার জন্য অভিযুক্ত মাদ্রাসার পরিচালক ক্বারী মুরাদ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।



বিনীত নিবেদক

রিনা আক্তার

(মোসা: রিনা আক্তার)

মোবাইল: ০১৭৪৩২৪৬৫৫৩